যায়যায়দিন

তারিখ 06 MAY 2008

শিক্ষক নিয়োগে গোলকধাঁধা

রাঙামাটি সংবাদদাতা

রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। পাহাড়ি বাঙালি কোটা ভারসাম্য রক্ষা নিয়োগ মেধা ভিত্তিক না জনসংখ্যানুপাতে, নাকি জনগোষ্ঠীর অনুপাতে হবে তা নিয়ে নাটকীয়তা জমে উঠেছে। রাঙামাটি জেলা পরিষদের একমাত্র বাঙালি সদস্য মনিরুজ্জামান মহসিন রানা নিয়োগ নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে দীর্ঘদিন জেলা পরিষদে অনুপস্থিত থাকছেন। তিনি নিয়োগ সংক্রান্ত সব কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখছেন। জানা গেছে, ১৯৮৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম, স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হওয়ার পর থেকেই এ অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগসহ ১৯টি হস্তান্তরিত বিভাগের তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর পদগুলোর নিয়োগ পার্বত্য জেলা পরিষদ দিয়ে থাকে। সেই শুরু থেকেই নিয়োগের সময় পাহাড়িদের জন্য ৬৭ শতাংশ এবং বাঙালিদের জন্য ৩৩ শতাংশ পদায়ন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন সময় এ হারের ব্যত্যয়ও ঘটেছে। রাজনৈতিক সরকারগুলোর সময় সংশ্লিষ্ট দলের মতাদর্শ অনুসারেই এর হার কম বা বেশি হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর নতুনভাবে জেলা পরিষদগুলো পুনর্গঠন হলে যেসব নিয়োগ শুরু হয় তাতে বান্দরবান এবং খাগড়াছড়িতে যে নিয়োগ দেয়া হয় তাতে দেখা যায় উপজাতীয়দের চেয়ে এ দুই জেলায়ই বাঙালি নিয়োগ বেশি হয়। কিন্তু সঙ্কট দেখা দেয় রাঙামাটি জেলা পরিষদে।

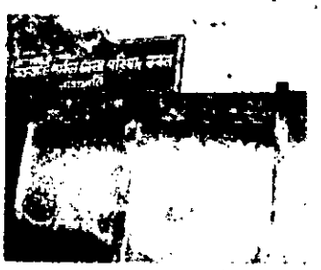

বিগত বছরের ৩ ডিসেম্বর একটি জাতীয় দৈনিকে রাঙামাটি জেলা পরিষদ মূলে ১৯ জন প্রধান শিক্ষক এবং ৬১ জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করলে বিরোধ সৃষ্টি হয় জেলা পরিষদ সদস্যদের মধ্যে। এ সময় জেলা পরিষদ সদস্য মনিরুজ্জামান মহসিন রানা দাবি করেন, রাঙামাটিতেও অন্য দুই জেলা পরিষদের মতো নিয়োগ দিতে হবে অথবা সব কোটা বাতিল করে মেধা অনুসারে নিয়োগ দিতে হবে। কিন্তু পরিষদের অন্য তিন সদস্য এবং চেয়ারম্যান স্বয়ং মত দেন, তারা রাঙামাটি জেলা পরিষদে পূর্বের নিয়োগের প্রক্রিয়াই অনুসরণ করবেন। এ প্রসঙ্গ জেলা পরিষদের ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত মাসিক সভায় আলোচনায় সদস্য রানা মত ব্যক্ত করেন, জনসংখ্যানুপাতে কোটা নির্ধারণ করা উচিত এবং কোটার হার পুনর্নির্ধারণ প্রয়োজন। তিনি এ ব্যাপারে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি লেখার প্রস্তাব দেন। কিন্তু সভায় অন্য সদস্যরা জানান স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকারের কথা বলা আছে। কিন্তু এ অগ্রাধিকারের হার সম্পর্কে কোনো দিক নির্দেশনা না থাকায় সংশোধিত বিধি এবং মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত হয়। ফলে গত মার্চের ২৫ তারিখ নিয়োগ পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর এখন মৌখিক পরীক্ষা চললেও এ নিয়ে বিরোধের জের ধরে জেলা পরিষদের একমাত্র বাঙালি সদস্য রানা সব কার্যক্রম থেকে দূরে আছেন। এরই মধ্যে আবার জেলা পরিষদ প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন রাঙামাটি সদর এবং লংগদু উপজেলাধীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি ২-এর আওতায় নবসৃষ্ট অস্থায়ী রাজস্ব খাতের (রিটেনশনযোগ্য) আরো ৩৬টি পদের বিপরীতে নিয়োগের আবেদনপত্র আহ্বান করেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে জেলা পরিষদের একমাত্র বাঙালি সদস্য মনিরুজ্জামান মহসিন রানা বিরত থাকায় স্থানীয় বাঙালি প্রার্থীরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। এ ব্যাপারে জেলা পরিষদ সদস্য মনিরুজ্জামান মহসিন রানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এভাবে একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। নিয়োগে দীর্ঘদিন ধরে যে অস্বচ্ছতা চলছে আমি সেটারই অবসান চাইছি। তাই এর প্রতিবাদে নিয়োগ সংক্রান্ত সব কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখছি।

রাঙামাটি জেলা পরিষদ

এদিকে জেলা পরিষদের শিক্ষক নিয়োগে বৈষম্যের অভিযোগ এনে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে পার্বত্য বাঙালি ছাত্র পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন। তারা গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, স্মারকলিপি দেয়াসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। তারা অভিযোগ করেছে জেলা পরিষদ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করছে। এ ব্যাপারে জেলা পরিষদের কোনো দায়িত্বশীল কর্মকর্তা কথা বলতে রাজি হননি।